R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ.
৯ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯২ সাল
১৭ই জুলাই, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২, ১৪ সডাক

ডাক্তারের গাফিলতিতে কিশোরী বধূ মারা গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে লেপরোস্কোপিক লাইগেসন অপারেশন করাতে এসে গাঙ্গাড্ডা গ্রামের এক কিশোরী বধূর মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু ঘটেছে। ওই বধূটির নাম শ্রীমতী দাস। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট অপারেশনের জন্য আগত মেডিক্যাল টীমের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ মিত্রের গাফিলতি ও অবহেলার জন্যই এই মৃত্যু ঘটেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে গত ১২ই জুলাই শ্রীমতী লাইগেসন্ অপারেশনের জন্য বেলা ১০টা নাগাদ হাসপাতালে আসেন। কিন্তু মেডিক্যাল টীমটি হাসপাতালে পৌঁছান দুপুর ২টোয়। ফলে চিকিৎসকেরা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে আগন্তুক মহিলাদের অপারেশনের কাজ শুরু করেন। নিয়ম মত তার স্বামীর সম্মতি নেওয়া হয়নি বা কোনো মহিলারই রক্ত, প্রস্রাব বা ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়নি। শ্রীমতীর ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে। এমনকি সে যে ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল ডাক্তারবাবুরা তারও কোনো খোঁজ খবর নেননি। ফলে অপারেশনের পর সে সংগা হারায় অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সেদিনই তার মৃত্যু ঘটে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, শ্রীমতীর এই অবস্থার কথা গাঙ্গাড্ডা তার বাড়িতে জানানো হয়নি। অপারেশনের জন্য সে এক দালালের সঙ্গে হাসপাতালে এসেছিল। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী দালালেরা অর্থ বিনিময়ে এইসব অপারেশনের জন্য রোগী সংগ্রহ করে থাকেন। এই ঘটনার পর দালালটির সহযোগিতায় বহরমপুরেই শ্রীমতীর মৃতদেহটা তার বাড়ির লোকজনকে কিছু না জানিয়েই নাকি দাহ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই এই মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। শ্রীমতীকে যে গাড়ীতে করে বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সে গাড়িতে জঙ্গিপুরের এস ডি এম ও খন্দেকার মানোয়ার হোসেনও নাকি বহরমপুরে যান। তিনি আমাদের কাছে শ্রীমতীকে বহরমপুরে আশংকাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার কথা এবং পরবর্তীতে ওই মহিলার শেষ কৃত্য বহরমপুরে সম্পন্ন হওয়ার কথা স্বীকার করেন। এদিকে এই মৃত্যুর ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ এলাকায় মহিলাদের মধ্যে অপারেশনের ব্যাপারে রীতিমত আতংক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে।

রিভার লিফট অচল, সেচ বন্ধ সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাণীনগর অঞ্চলের ৩টি রিভার লিফট দীর্ঘ ৩ বছর ধরে মোটরের অভাবে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে প্রায় ৪শো বিঘে জমিতে সেচের অভাবে চাষীরা বিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে গম ও বোরো ধানের চাষ দারুণভাবে মার খাচ্ছে। অথচ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওই রিভার লিফটের ৯ জন কর্মীকে বসে বসে মাস মাইনে দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন আগে রিভার লিফটের ৩টি জন উত্তোলক পাম্পের মোটর চুরি যায়। চাষীরা অবিলম্বে ওই রিভার লিফট চালুর দাবীতে সেচ বিভাগে বার বার ডেপুটেশন দিয়েছেন। জানিয়েছেন স্থানীয় বিডিওকেও। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

বন্দুক কাড়ার নোটিশে আশংকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় ৭-৮ মাস আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার তদন্তের জন্য রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ তেঘরীর প্রভাত সিংহরায়ের একটি বন্দুক কেড়ে নিতে নোটিশ জারী করেছেন। পুলিশের অভিযোগ, ওই বন্দুকটি থেকে নাকি ওই ঘটনার সময় গুলি চালানো হয়েছিল। পুলিশ গুলি চালানো সম্পর্কে ফরেনসিক পরীক্ষার অজুহাতে কৌশল করে তাঁর বন্দুকটি কেড়ে নিতে চাইছে বলে প্রভাত বাবুর অভিযোগ। কারণ এতদিন পরে ফরেনসিক পরীক্ষায় কিছুই পাওয়া যায় না। প্রভাতবাবুর বন্দুকটি কেড়ে নেওয়া হলে তাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ার (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মানুষের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ জুলাই সোমবার ৬৫ বছর বয়সে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বজন হারানো ব্যথা অনুভব করছি।

[বিশেষ রচনা ভিতরে]

অঞ্চল প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : পঞ্চায়েতী অর্থ আত্মসাতের দায়ে সাগরদীঘির মনিগ্রাম অঞ্চলের সি পি এমের প্রাক্তন প্রধান অমিয় মুখারজির বিরুদ্ধে অবশেষে পুলিশ মামলা রুজু করেছে। বি ডি ও নন্দদুলাল ভকত এই মামলা দায়ের করেছেন। অভিযোগ, অমিয়বাবু ক্ষমতায় থাকাকালীন পঞ্চায়েতে প্রাপ্ত প্রায় ১১শো টাকা জমা-খরচ না দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতাপত্র আটক করেছে। অবশ্য অমিয়বাবু গ্রেপ্তার এড়াতে জেলা আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অমিয়বাবুর বিরুদ্ধে (৫ম পৃষ্ঠায়)

জেরক্স ঘর যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

সেয়ানে সেয়ানে

ডব্লু এম এইচ ১৩৬০ নম্বর যুক্ত লরী গায়েবের অপচেষ্টা চলিল না। সংবাদটি প্রায় সকলেই জানিয়া ফেলিয়াছেন। লরীর নম্বরটি নাকি ভুয়া এবং উহার মালিক নাকি বেশ কিছুকাল ধরিয়া লরীটিকে চোরাই মাল পরিবহণের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু গত ২৮ জুন যে নাটক হইয়া গেল, তাহাতে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া গেল।

আইনজীবী সম্প্রদায় সকলের শ্রদ্ধেয়। এই বৃত্তি এবং উক্ত বৃত্তি-ভোগীদের প্রতি মানুষের এক শ্রদ্ধা-বোধ আছে। কিন্তু জঙ্গিপুর কোর্টের তিন জন তরুণ আইনজীবী উপরি লিখিত লরী-নাটকের কুশীলবের ভূমিকা যে ভাবে গ্রহণ করেন, তাহাতে আইনজীবী সম্প্রদায়কে লজ্জিত হইতে হইবে।

পুলিশ সূত্রের খবর : গত ২৮ জুন মোরগ্রামের কাছে এই খালি লরীকে কয়েকজন ব্যক্তি আটক করেন। তাঁহারা দাবী করেন যে, এই গাড়ীতে তাঁহাদের পাঠান (অবৈধভাবে) এক ট্রাক গুঁড়া দুধ যাহা কৃষ্ণনগরের কাছে লুঠ হয়, বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া ৮৮ হাজার টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। লরীকে সাগরদীঘি থানায় আনা হইল; পরদিন লরীর মালিক সেখানে আসিলে তাঁহাকেও আটক করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় দৃশ্য। উল্লিখিত তরুণ আইনজীবীদের প্রচেষ্টায় কোর্ট হইতে লরীর রিলিজ অর্ডার মিলিল ও গাড়ীর মালিক মুক্ত হইলেন। পুলিশী সূত্রে নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা গেল যে, লরীর মালিক ওই ৩ জন তরুণ আইনজীবীর একজনের বাড়ীতে বন্দী এবং লরীটির সেল ডীড তৈয়ারী করাইয়া তাহাতে গাড়ীর মালিককে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা গেল, উক্ত আইনজীবীরা গাড়ীর মালিককে লইয়া সাগরদীঘি থানায় গাড়ীটি ছাড় করিতে গেলে এখানকার এস ডি পি ও সেখানে হাজির হন এবং গাড়ীর মালিকের নিকট হইতে তিনি সব কিছু জানিতে পারেন। গাড়ীর মালিক যে অ বধ কারবার করিতে-ছিলেন, তাহারই সুযোগে নাকি উক্ত তরুণ আইনজীবী তাঁহাকে 'কবজা' করিয়া সেল ডীড-এর ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা গেল, উক্ত লরীর মালিক সাগরদীঘি থানায় সমস্ত ঘটনা জানাইয়া সংশ্লিষ্ট তরুণ আইনজীবীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করিয়াছেন।

নাটকের যবনিকা পতন ঘটিল। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আর কোনও নাটকের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু ঘটিয়া 'অল কোয়ায়েট' হইবে কিনা বলিতে পারি না।

'স্পিরিট অব্ ল' লইয়া যাহাদের এত গর্ববোধ এবং অহরহ পুলিশকেই যাহারা নানাভাবে অবৈধ কাজ-কারবারের মদতদাতা বলিয়া সোচ্চার হন, তাঁহারাই এইভাবে পুলিশের হাতে পড়িবেন এবং এক চরম ন্যক্কারজনক ক্রিয়ায় অংশ লইয়া নিজ পবিত্র বৃত্তির মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইবেন—তাহা বোধ করি, অন্যত্র নজীর হিসাবে পাওয়া যাইবে না।

উত্তেজিত জনতার অশালীন আচরণ

সাগরদীঘি : সম্প্রতি সাগরদীঘি হাস-পাতালে ব্রাহ্মণীগ্রামের পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা জনৈকা সাবিত্রী কর্মকারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, চিকিৎসার অব-হেলার অভিযোগে এক মারমুখী জনতা হাসপাতালে চড়াও হয়। তারা টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেলে ও টেবিল চেয়ার ভাঙচুর করে। ভার-প্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অরূপ রায় তখন হাসপাতালে ছিলেন না। জনতা তাঁর কোয়ার্টারে প্রবেশ করে তাঁকে গালি-গালাজ করে ও হত্যার হুমকি দেয়। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হলেও ১০০ গজ দূরত্বের হাসপাতালে পুলিশ ২/৩ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসে। হাস-পাতাল কর্মী, নার্স ও ডাক্তাররা নিরাপত্তার দাবীতে জেলা সমাহর্ত্তা, পুলিশ সুপার ও সি এম ও এইচের কাছে লিখিত ডেপুটেশন পাঠায় ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত না হলে কর্ম বিরতি পালনে বাধ্য হবে বলে জানায়।

ড্রাইভার খুন, পাট বোঝাই ট্রাক উধাও

অরঙ্গাবাদ : গত ৯ জুলাই রাত্রে আসাম হতে কলকাতাগামী পাট বোঝাই একটি ট্রাক (নং এ এস জি ৩৯৩২) অজগরপাড়া মোড়ে দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হয়। দুর্বৃত্তরা ড্রাই-ভার ও ক্লিনারকে ট্রাক থেকে নামিয়ে আনে ও ট্রাক নিয়ে চম্পট দেয়। পরের দিন সকালে ক্লিনারকে রাস্তার ধারে গাছের সঙ্গে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। নিকটেই হাত পা বাঁধা ড্রাই-ভারের মৃতদেহটি চোখে পড়ে। লুঠ হওয়া ট্রাকটিকে বহরমপুরের চোঁয়া-পুরে উদ্ধার করা হয়। মাল বোঝাই ট্রাকটিকে সুতি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। খুনের তদন্ত চলছে।

অমল মানুষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বরুণ রায়

তিনি কোন দেশনেতা নন, কোটি-পতি **নন,** সিনেমাষ্টার নন। প্রাতি-ষ্ঠানিক পত্রপত্রিকার ঢাকের কাঠিতে তাঁর জয়গাথা ঘোষিত হয় না। নিতান্তই সাধারণ চেহারার ঢোলা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা অতি সাধারণ এক বাঙ্গালী কবি। তবু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাঁর চারিপাশে মধুলোভী ভ্রমরের মত অসংখ্য তরুণ এসে জমা হয়েছে। একটিই তাদের লক্ষ্য। এই মানুষটির প্রাণের প্রদীপ থেকে মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসার অগ্নিকণা আহরণ করতে হবে।

বাংলার কাব্য জগতে বঞ্চিত মানুষের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, তাদের মর্মছেঁড়া হতাশা, বিক্ষুব্ধ বেদনা, তাদের নিদিষ্ট স্বপ্নসাধ ও তাদের সংগ্রামের অংশীদার হিসাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তুলনাহীন। মানুষের প্রতি এত বুক-ভরা ভালবাসা নিয়ে যুদ্ধোত্তর ভারত-বর্ষে আর কোন কবি আসেননি।

এই যুগে অনেক কবি নিরন্ন ও বঞ্চিতের জন্য নকল হাহুতাশ করেছেন মেকি বিপ্লবীয়ানায় অনেক অনল উদ্গীরণ করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা অনেকেই ভণ্ড, অসৎ, ক্লীব, পরশ্রীকাতর, মাতাল, লম্পট, লোভী, অর্থ ও নামের কাঙাল। এই ভণ্ড ও মুখোসধারীদের ভিড়ের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুদ্ধোত্তর যুগের একমাত্র সৎ বাঙ্গালী কবি যিনি তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা করে রেখেছিলেন মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসাকে। জীবনে কোথাও কারও কাছে তাঁর উঁচু মাথা নোয়াননি। বুকের রক্ত নিঙড়ে নিষ্পিষ্ট অসহায় সংগ্রামী মানুষের জন্য তীব্র তিক্ত রক্তাক্ত ভাষায় কবিতা লিখেছেন। কর্মে ও কথায় সত্য কৃষাণের জীবনের শরিক মাটির কাছা-কাছি অনাগত কালের যে কবিকে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়েছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে আমরা তাঁকেই প্রত্যক্ষ করেছি।

"সভ্যতার সংকটে" রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের ছেড়ে যাওয়া ভারতবর্ষে লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা আর দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে তাঁর কবিদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি স্বাধীনোত্তর সেই ভারতবর্ষকে যেখানে

'মাঝের কুড়ি বছর যেন নর্দমার
স্রোতের ইতিহাস
পিপাসা, স্নান, জীবনধারণ—
সকলই অমানুষিক!
সোনাগাছির বুড়ো বাড়ীউলির
চেয়ে ভীষণ
মন্ত্রী, নেতা, অধ্যাপক, লেখক,
ছাত্র, ভাদ্রমাসের কুকুর—
এখন এক সূত্রে বাঁধা স্বাধীনদেশে,
আমাদের জীবনের
সকল স্বপ্ন এখন
ব্যবহারে নষ্ট হার্মোনিয়ামে বাজা
মাতাল রসিকতা।'

মানব ধর্মে আস্থাশীল বিবেকবান কোন সৎ কবির আজ এই পরিবেশে স্বপ্নবিলাসিতা বা আত্মকণ্ডুয়নের স্থান নাই। আমাদের উপনিষদ বলেছে, অন্নই ব্রহ্ম। চাঁদ, ফুল, আকাশ নিয়ে আত্মরতির অক্ষম বিলাসিতা ছেড়ে তাই মানবপ্রেমিক কবির কণ্ঠে গর্জে ওঠে—'সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে/ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।'

কিন্তু নিছক হিংসা বা বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে নয়, ভালবাসার আগুনে পরিশুদ্ধ অমল মানবতার জন্যই তাঁর আর্তি।

'সমস্ত পৃথিবী করো মানুষের একটি
জন্মভূমি
মানুষের প্রেমে দীপ্ত, শ্রমে মুখরিত,
তপস্যায় পরিশুদ্ধ, অমল স্বদেশ,
পৃথিবীর এদেশ ওদেশ, নানা রঙ
নানা ভাষা নানা জাতি—
সকল কিছুর ঊর্ধ্বে মন্ত্র করো
মনুষ্যত্ব,
জীবনের একটিই সম্মান।'

কিন্তু সেই পৃথিবীতে পৌঁছতে গেলে আজ কঠিন মাটিতে নেমে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, রক্তমূল্যে ছিনিয়ে নিতে হবে আমাদের সেই হারানো অধিকার।

'আমাদের রক্তের কিছু দাম আছে;
এখন থেকে সেই মূল্য আমরা
কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবো।
তখন যে দানবদের আমরা অস্বীকার
করেছি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তারা বাধ্য হবে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে,
যদিও আমরা আজ
মাটির নীচে, অনেক নীচে ঘুমিয়ে থাকবো।'

মানবধর্মের প্রতি অবিচল আস্থাশীল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু বলতে পারেন—

'লিখতে হয় লিখবি কবিতা
কিন্তু যদি সত্যিকারের ভালবাসিস
জন্মভূমির মানুষ
তাহলে তার জন্য আগে কাপড় বোন
আগুনে সেঁক রুটি।'

তাঁর মুখেই মানায়—

'স্পর্ধা থাকা ভাল
যে স্পর্ধা আমাদের কানে মন্ত্র দেয়,
মানুষকে ভালবাসো।
মানুষের জন্য বাঁচো!
আর যদি প্রয়োজন হয়—
মানুষের জন্যই মরে যাও।
তুমি মানুষ।'

সেই অমল মানুষটি তাঁর সংগ্রামী কলমের হাতিয়ারটিকে নামিয়ে রেখে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে আজ তাঁর কবিকৃতি নিয়ে বাগাড়ম্বর করার সময় নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আজ আমি অনুভব করছি আমার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুবৎসল এই পরম সুহৃদের বিচ্ছেদ বেদনা। আমার পত্রিকা 'দেহাতের' বুকে বীরেনবাবুর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আমার মনের মণিকোঠায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে সেইসব দিনের স্মৃতি যখন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশে বাংলাদেশের বহু জায়গায় ঘুরেছি, তরুণদের উত্তপ্ত সান্নিধ্যে এসে বিরাট হৃদয় এই মানুষটিকে মনের কপাট খুলে দিতে দেখেছি। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের আমরা হীরা ফেলে কাঁচ নিয়ে মাতামাতি করেছি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা চিনিনি।

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
Farakka Super Thermal Power Project
P.O. Nabarun : Dist. Murshidabad W. B.
PIN : 742236

Tender For Hired Buses

N. I. T. No. FS : 42 : CS : 280/T-41/85

Sealed tenders are invited from reputed transport agencies for hired buses to be operated between Farakka (Murshidabad) and Khejuriaghat (Malda). Present requirement is three (3) nos. Delux buses, 52 seater each. The requirements are likely to vary from time to time and may go up to 16 nos. by 1986.

Tender documents may be obtained from this office on production of tax clearance certificates and credentials in support of experience during working hours on any working day.

1. Cost of tender documents—	Rs. 100,00
2. Sale of tender documents—	15.7.85 to 31.7.85
3. Last date for receive of sealed tenders—	Upto 1-30 p. m. on 2.8.85
4. Opening of sealed tenders—	2-00 p. m. on 2.8.85
5. Earnest money deposit—	Rs. 15,000.00

NTPC does not bind itself to accept the lowest tender and may reject any/all the tenders or may divide the work amongst more than one tenderer.

Requirement of buses and their routes as mentioned herein are purely indicative and will not form a tender condition.

Tenderers desiring tender documents by post should send all documents as above and cost of tender documents with Rs. 20/- extra to cover postal charges in the form of IPO payable to NTPC Ltd., Khejuriaghat. NTPC will not be responsible for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Deputy Manager (Contracts)
F. S. T. P. P./N. T. P. C.

পরীক্ষায় ব্যাঘাত

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রশ্নপত্রের অভাবে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটেছে। ওই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৫ জুলাই। পরে অবশ্য ওই পরীক্ষা ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জনৈকা শিক্ষিকা গীতা ভট্টাচার্য্য সময়মত প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি জমা না দেওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে। অন্যদিকে গীতাদেবী প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগকে নির্লজ্জ মিথ্যা বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, প্রায় এক মাস আগে ওই প্রশ্নপত্র স্কুলে জমা দেন। স্কুল থেকে প্রেসে যায়। এরপর কি ঘটেছে, বা কোন প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বা তাঁর সহকারী শিক্ষকারা কিছুই জানেন না। তাঁর প্রশ্ন, প্রেস যদি সময়মত প্রশ্নপত্র নাই দিতে পারবে তবে তা গ্রহণ করা হয়েছিল কেন?

মামলা রুজু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রথম খবর প্রকাশ পায়। এরপর-পরই শুরু হয় তদন্ত। প্রসঙ্গটি বিধানসভাতেও ওঠে। এবং শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর রেডিওগ্রামে ওই অভিযুক্ত প্রধানের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস রুজু করা হয়।

বৈদ্যুতিক তার চুরি

সাগরদীঘি : রঘুনাথগঞ্জ থেকে গাদি হয়ে মনিগ্রাম পর্যন্ত এইচ টি বৈদ্যুতিক লাইনের তার বার বার চুরি হওয়ার ফলে ঐ এলাকার গ্রামগুলো বিদ্যুৎ-বিহীন অবস্থায় আছে। কিছু দিন আগে দোগাছী গ্রামের চারটি পোলের সব তার চুরি হয়ে গিয়েছে। গ্রামের ধান-গম ভাঙ্গা মেসিনগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরে বার বার ধর্ণা দিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না।

নোটিশে আশংকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশংকা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে একদল সমাজবিরোধী তার গ্রাম্য এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সাধারণের জীবনযাত্রা আতংকিত করে তুলেছেন। মেয়েদের চলাফেরাও বন্ধ হয়েছে এদের অত্যাচারে। অথচ পুলিশ এদেরই মদতদাতা হিসেবে কাজ করছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমনের সাথী VIP
এর জুরি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফোন : ১২৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সের
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।